প্রথম আলো

তারিখ 0 5 NOV 2013
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

আলেমদের সঙ্গে মতবিনিময়ে প্রধানমন্ত্রী

সবার মত নিয়েই কওমি মাদ্রাসার নীতিমালা হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

কওমি মাদ্রাসার উন্নয়ন ও সনদের স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়ে আলেমদের কাছ থেকে গঠনমূলক সুপারিশ চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, সবার মতামতের ভিত্তিতে কওমি মাদ্রাসা নীতিমালা তৈরি করা হবে। এ বিষয়ে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এ নিয়ে কোনো অশান্তি সৃষ্টি হোক, এটা সরকার চায় না।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

গতকাল সোমবার গণভবনে বিভিন্ন আলেম ও ইসলামি সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে শেখ হাসিনা এসব কথা বলেন। গণমাধ্যমের উপস্থিতিতে এ মতবিনিময় হয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করা হবে। কওমি মাদ্রাসার জন্য কমিশন করেছি। কমিশন নীতিমালা তৈরি করেছে। আমি চাই, যারা মাদ্রাসা থেকে বের হচ্ছে, তারা যেন সার্টিফিকেট পায়। আমাদের লক্ষ্য তারা যেন চাকরি পায়।'

মতবিনিময় সভায় তরিকত ফেডারেশনের চেয়ারম্যান নজিবুল বশর মাইজভাণ্ডারি বলেন, তাঁর পরামর্শ নিলে হেফাজতে ইসলামকে তিন টুকরা করা যেত। এখনো দায়িত্ব দিলে তিনি হেফাজতকে তিন টুকরা করে তাদের নির্বাচনে নিয়ে আসতে পারবেন। এ সময় তিনি ১৫ নভেম্বর শাপলা চত্বরে মহাসমাবেশ করার ঘোষণা দিয়ে বলেন, এর আগেও দুবার মহাসমাবেশ বাতিল করা হয়। এবার সমাবেশ হবেই।

শোলাকিয়া ঈদগাহ মাঠের খতিব মাওলানা ফরিদ উদ্দিন মাসউদ বলেন, 'কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান করা হয় আল্লামা শাহ আহমদ শফীকে। চেয়ারম্যান হিসেবে যোগও দেন তিনি। তাঁর সব শর্তও মেনে নেন প্রধানমন্ত্রী। এরপর দুনিয়া কীভাবে উল্টে গেল।'

সভায় আওয়ামী লীগের জ্যেষ্ঠ নেতা আমির হোসেন আমু, তোফায়েল আহমেদ, মতিয়া চৌধুরী, কাজী জাফর উল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, প্রচার ও প্রকাশনাবিষয়ক সম্পাদক হাছান মাহমুদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পিআইবির নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন : বাসস জানায়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল রাজধানীতে বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের (পিআইবি) নবনির্মিত আটতলা ভবন উদ্বোধন করেন। এসময় তিনি বলেন, একশ্রেণীর সংবাদপত্র মুখরোচক মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে। তারা সাংবাদিকতা ও গণতন্ত্রের মৌলিক নীতি অনুসরণে আগ্রহী নয়। ওই সব সংবাদপত্র সংবিধানও মানে না, মিথ্যা সংবাদ দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে।

রাজনৈতিক পরিস্থিতির উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, তাঁর সরকার সংবিধান সমুন্নত রাখতে চায়। এ ক্ষেত্রে তিনি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়তার জন্য সাংবাদিকদের প্রতি আহ্বান জানান।

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, সাংসদ রাশেদ খান মেনন, প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা ইকবাল সোবহান চৌধুরী ও পিআইবির চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান মিলন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। পিআইবির মহাপরিচালক শাহ আলমগীর এতে স্বাগত বক্তৃতা করেন।